দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 08 AUG 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

শিক্ষা উপদেষ্টা ও শিক্ষা সচিব সমীপে

শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত বেসরকারি কলেজেও শিক্ষক-কর্মচারীদের সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত উপস্থিতির নির্দেশ বাস্তবায়ন করার জন্য জেলা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের প্রধান করে কমিটি করেছে। কমিটি বিভিন্ন কলেজে যাচ্ছেন। ইতিপূর্বেও এই নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য কমিটি কলেজে মনিটরিং করেছেন। কিন্তু এতে দেশে পাসের হারও বাড়েনি শিক্ষার গুণগতমানও বাড়েনি। তবে কিছু যে সুফল পাওয়া যায়নি তাও নয়। সুফল কিছু হচ্ছে যেমন– (১) শিক্ষকদের উপস্থিতির উন্নতি হয়েছে, (২) ছাত্রছাত্রীরা বেশি সময় শিক্ষকদের কাছে পাচ্ছে। (৩) কলেজে শৃংখলা বজায় থাকছে। (৪) কলেজ সময়ে ক্যাম্পাস সরগরম থাকে। তবে সুফলের চেয়ে কুফলই বেশি যেমনঃ (১) দুপুর দুইটার পর ক্ষুধার জন্য ছাত্রছাত্রীরা কলেজে থাকে না। জোর করে রাখলেও ক্লাসে মনোযোগী করা যায় না। মফস্বল শহরে এই চিত্র দেখা যায় বেশি। বিকেল চারটে পর্যন্ত ক্লাস করে বাড়ি ফিরতে অনেকেরই সন্ধ্যা হয়। ক্লান্ত দেহে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে আবার সকালে ঘুম থেকে উঠে নাস্তা করে কলেজে যায়। লেখাপড়া করার সুযোগ পায় না। (২) গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ১০টা– ৪টা ক্লাস উপযোগী নয়। (৩) কলেজে সাবজেক্ট বেশি থাকায় একজন শিক্ষকের সপ্তাহে তিন-চারদিন দু-তিনটি করে ক্লাস থাকে। তাই তাদের সপ্তাহে দু-তিনদিন সম্পূর্ণ সময় (১০টা-৪টা) এবং তিন চারদিন ২/৩টা করে ক্লাস থাকায় বাকি ৪/৫ ঘন্টা কলেজে কাজ ছাড়া বসে থাকতে হয়। এতে দেশের হাজার হাজার উচ্চশিক্ষিত মানুষের কর্মঘন্টা ও মেধা নষ্ট হচ্ছে। অথচ কলেজে ক্লাস ও কাজ ছাড়া বসে সময় নষ্ট না করে অন্য কাজ করলে তিনি নিজে উপকৃত হতেন এবং দেশও উপকৃত হতো। (৪) কলেজে শিক্ষকদের বেতন খুব কম (৬৪৪৭/-) থাকায় বাধ্য হয়ে তাদের অন্য কোনো কাজ করতে হয় জীবন বাঁচানোর তাগিদে। বিনা কাজে কলেজে ৪টা পর্যন্ত বসে থাকলে শিক্ষকরা অন্য কিছু করার সুযোগ পায় না। এতে ব্যক্তি ও দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

শিক্ষকদের উপস্থিতির ব্যাপারে নিশ্চিত করার জন্য অনেক কিছু করলেও ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেই। ছাত্রছাত্রী ছাড়া শুধু শিক্ষকরা কলেজে বসে থাকলেই শিক্ষার মান বাড়বে না। এজন্য যেসব প্রতিষ্ঠানে পাসের হার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিধি অনুযায়ী হবে না তাদের এমপিও বাতিল করার ব্যবস্থা করলেই শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী সবারই কলেজে উপস্থিতি নিশ্চিতসহ ভালো ফলাফল হবে। শুধু শিক্ষকদের বিনা কাজে কলেজে বসিয়ে রেখে কষ্ট দিয়ে ভালো ফলাফল আশা করা যায় না।

অন্যদিকে সরকারি কলেজের একজন প্রভাষক যোগদানের সময় বেতন-ভাতা পান প্রায় ১১ হাজার টাকা। একই স্কেলে বেসরকারি কলেজের একজন প্রভাষক বেতন-ভাতা পান ৬৪৪৭ টাকা। তাদের চেয়ে প্রায় অর্ধেক বেতন-ভাতা কম দিয়ে কিভাবে বিকাল ৪টা পর্যন্ত বিনা কাজে বসিয়ে রাখা সম্ভব? বেসরকারি কলেজের শিক্ষকদের কথা হচ্ছে-আমাদেরও অনুরূপ বেতন-ভাতা দিলে ৪টা না সারাদিন কলেজে বিনা কাজে বসে থাকতে আমাদের অসুবিধা নেই। তবে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত কলেজ সময় করলে কারো অসুবিধা হবে না। সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে নেবে।

অতএব কলেজ সময় সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত করার জন্য শিক্ষা উপদেষ্টা ও শিক্ষা সচিব সমীপে বিনীত অনুরোধ করছি।

ফরহাদ আহমেদ,
প্রভাষক
আকুর টাকুর পাড়া, জেলা সদর রোড, টাঙ্গাইল